কালের কণ্ঠ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনে ঢাবির কর্মসূচি ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। এ উপলক্ষে গঠিত কমিটির এক সভায় এসব কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। গত বৃহস্পতিবার কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে প্রতিটি অনুষদে একটি করে সেমিনার আয়োজন। এ ছাড়া হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলো পৃথকভাবে আলোচনাসভা/সেমিনারের আয়োজন করবে। 'জুলাই অভ্যুত্থান : তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' প্রতিপাদ্য নিয়ে দুই দিনব্যাপী আন্ত বিভাগ বিতর্ক উৎসব এবং গণ-অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হবে। শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনা স্মরণে ১৫ জুলাই আবাসিক হলগুলোতে পৃথক কর্মসূচি নেওয়া হবে।

আগামী ১৪ জুলাই রাত ১০টায় এবং রাত ১২টায় টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের সামনে গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী পৃথকভাবে উদযাপন করা হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। ১৫ জুলাই ক্যাম্পাসে এলইডি ডিসপ্লে করা হবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

12 july 2025

দৈনিক বর্তমান

প্রকাশ্যে পাথর মেরে নৃশংস হত্যা

হত্যার ঘটনায় ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

বর্তমান প্রতিবেদক

রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালের মূল ফটকে জনসমক্ষে গত ৯ জুলাই মোহাম্মদ সোহাগ নামে এক ব্যবসায়ী যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে রাত ১০ টায় টিএসসি থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা কর্মীরা। বিক্ষোভ শেষে রোকেয়া হল সংলগ্ন যাত্রী ছাউনির পাশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতৃত্বরা।

হত্যার প্রতিবাদে ঢাবিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ

বর্তমান প্রতিবেদক

রাজধানীর মিটফোর্ডে ব্যবসায়ী সোহাগকে নৃশংসভাবেহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পাড়ায় এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন'সহ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা বলেন, মিটফোর্ডে চাঁদার জন্য ব্যবসায়ী সোহাগকে পাথর দিয়ে থেঁতলিয়ে নৃশংসভাবেহত্যা করেছে যুবদল নেতাকর্মীরা। হত্যার পর তার লাশের ওপর বর্বর নৃত্য করেছে। বাংলাদেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ ▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২

হত্যার প্রতিবাদে ঢাবিসহ

প্রথম পাতার পর

এই খুনিদের বিচার দাবি করছে।

ঢাবি শিক্ষার্থী এবি জুবায়ের বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে আমরা দেশকে গোছানোর চেষ্টা করেছি। এই পথে একমাত্র বাধা হয়েছে একটিমাত্র দল। গত পরশু দিন সোহাগকে হত্যা করা হয়েছে। আজ ভিডিও সামনে এসেছে। জাতীয়তাবাদী চাঁদাবাজ দল একজন ব্যবসায়ী চাঁদা দেয়নি বলে পাথর মেরে নৃশংসভাবেহত্যা করেছে। আমরা কী নতুন করে আবার প্রস্তর যুগে ফিরে গেলাম?

ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, সোহাগ হত্যার কারণে আজকে যেমন ছাত্র বন্ধুরা প্রতিবাদ করছে আওয়ামী লীগের সময়েও ঠিক এইভাবে প্রতিবাদ করত। বিএনপি নিজেদের দলের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত ১৬ বছর তারা মজলুম ছিল। কিন্তু মজলুম যদি এখন জালিম হয় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে।

তিনি বলেন, 'আমরা এই চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের বিচার চাই। এই ১০ মাসে বিএনপি একশ মানুষকে খুন করেছে। সব হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।' এ সময় সংস্কার না করে নির্বাচন হবে না বলেও দাবি জানান বিন ইয়ামিন মোল্লা।

এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, শুক্রবার (১১ জুলাই) রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

মিছিলটি রায়সাহেব বাজার ও তাঁতিবাজার অতিক্রম করে মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে যায়। পরে আবার তাঁতিবাজার ও রায়সাহেববাজার হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

12 july 2025

কালের কণ্ঠ

ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নির্মম, নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে পুরান ঢাকার এক সাধারণ ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর নাম লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ। গত বুধবার সংঘটিত এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, এনসিপি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরাও পৃথক পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। তাঁরা রাত ১১টার পর পর্যন্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ নেতাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে তিন সদস্যের একটি কমিটি এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করতে নিহতের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে

লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ

থানায় যায়। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ শীর্ষ নেতারা এ ঘটনাকে বর্বরোচিত, নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক অভিহিত করেছেন। একই সঙ্গে এর পেছনে তৃতীয় কোনো শক্তি কাজ করছে কি না সেই প্রশ্নও তোলেন। ডিএমপির উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানিয়েছেন, এই হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এরই মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্য আসামিদেরও ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যায় ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে মিটফোর্ড হাসপাতাল চত্বরে পিটিয়ে ও ইট-পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এরপর মরদেহের ওপর চলে এই বর্বরতা। সিসিটিভিতে দেখা যায়, ব্যস্ত সড়কে অনেক মানুষের সামনে এ ঘটনা ঘটছে। এ সময় উৎসুক লোকজন এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছে। কেউ এগিয়ে আসেনি। হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যের ক্যাম্প পাশে থাকলেও তারাও এগিয়ে আসেনি। ভিডিওতে হত্যা ও বীভৎসতায় জড়িতদের হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে কিছু বলতে শোনা যায়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়ার পর এই বর্বরতার বিষয়টি সামনে আসে। এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ : সোহাগকে পিটিয়ে ও মাথা থেঁতলে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল রাত ৮টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে ভিসি চত্বরে এসে সমাবেশ করে এবং রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে শেষ হয়।